গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিদ্যালয়-২ শাখা
www.mopme.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৮.০০.০০০০.০০৮.১২.০০১.১৭.৩৫৪

তারিখ: ২৬ আশ্বিন ১৪২৭
১১ অক্টোবর ২০২০

বিষয়: **সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের ১৩তম গ্রেড প্রদান প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, অর্থ বিভাগের ০৭/১১/২০১৯ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬১.৩৮.০০.০০১.১৭-৩০৮ সংখ্যক পত্রের সম্মতিক্রমে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের বেতন গ্রেড-১৪ (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) এবং বেতন গ্রেড-১৫ (প্রশিক্ষণবিহীন) থেকে গ্রেড-১৩ তে উন্নীত করা হয় **(সংলাগ-১)**। মাঠ পর্যায়ে সরকারের এ সিদ্ধান্ত বেশ প্রশংসিত হয়। অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্রের ৫নং কলামে উল্লেখ রয়েছে "সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ এর তফসিল [বিধি ২(গ)] অনুযায়ী পদ পূরণযোগ্য" এবং ১নং শর্তে বলা হয়েছে "উপরের ছকের ৪নং কলামে নির্ধারণকৃত বেতনগ্রেড ৫নং কলামে প্রদর্শিত যোগ্যতা/**অভিজ্ঞতা** অনুযায়ী কার্যকর হবে"। অর্থাৎ ২০১৯ সালের নিয়োগবিধি অনুযায়ী যারা নব নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার এ শর্ত প্রযোজ্য হবে। বাদবাকী শিক্ষকগণ যারা পূর্ব থেকে কর্মরত আছেন অর্থাৎ সহকারী শিক্ষক হিসেবে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরাও বেতন স্কেল উন্নীতকরণের এ সুবিধা প্রাপ্ত হবেন। কিন্তু যে সকল অভিজ্ঞ সহকারী শিক্ষক 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯' এর আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত হননি এবং স্নাতক ডিগ্রীবিহীন তাঁরা বেতন গ্রেড-১৩ তে বেতন নির্ধারণ করতে পারছেন না বলে জানা গেছে। এতে মাঠ পর্যায়ে শিক্ষকদের মাঝে হতাশা/ক্ষোভ বিরাজ করছে।

২। 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯' অনুযায়ী সহকারী শিক্ষকের নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক **(সংলাগ-২)**। কিন্তু ইতোপূর্বে 'প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮৩' তে শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল নারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এসএসসি এবং পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এইচএসসি **(সংলাগ-৩)**, 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯১' তে শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল নারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এসএসসি এবং পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এইচএসসি **(সংলাগ-৪)**, এবং 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩' তে শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল নারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এইচএসসি এবং পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে স্নাতক **(সংলাগ-৫)**। ২০১৯ এর পূর্বের নিয়োগবিধির আওতায় যারা নিয়োগ পেয়েছেন তাঁরা ঐ নিয়োগবিধিতে যে শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারিত ছিল সে অনুযায়ী নিয়োগ পেয়েছেন। ঐ সমস্ত শিক্ষকগণের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। কাজেই ঐ সকল বিধিমালার আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত সকল সহকারী শিক্ষক অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্রের ১নং শর্তে উল্লেখিত যোগ্যতা/অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বেতন গ্রেড-১৩ পেতে পারেন বলে এ মন্ত্রণালয় মনে করে।

৩। 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯' এর বিধি ১০ এ উল্লেখ রয়েছে '(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে "সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩" এতদ্দ্বারা রহিত হইবে। (২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীন যে সকল কার্যক্রম নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা এই বিধিমালার অধীন সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।'

৪। এমতাবস্থায়, শিক্ষা বান্ধব সরকারের এরকম একটি মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য কোমলমতি শিশুদের শিক্ষাদানে নিয়োজিত শিক্ষকদের বিরাজমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ২০১৯ সালের নিয়োগবিধি জারী হওয়ার পূর্বের নিয়োগবিধি অনুযায়ী

যারা সহকারী শিক্ষক হিসেবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ পেয়েছেন তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্বিশেষে বেতন গ্রেড-১৩ এর সুবিধা পাওয়ার বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

১২-১০-২০২০
শামীম আরা নাজনীন
উপসচিব
ফোন: ০২-৯৫৭৭২৫৫
ইমেইল: sassch2@mopme.gov.bd

সচিব
অর্থ বিভাগ

দৃষ্টি আকর্ষণঃ জনাব সত্যজিত কর্মকার, অতিরিক্ত সচিব, বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)

স্মারক নম্বর: ৩৮.০০.০০০০.০০৮.১২.০০১.১৭.৩৫৪/১(৫)

তারিখ: ২৬ আশ্বিন ১৪২৭
১১ অক্টোবর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
২) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৩) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৪) অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৫) যুগ্মসচিব (বিদ্যালয়) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১২-১০-২০২০
শামীম আরা নাজনীন
উপসচিব